তিন বছরেও শেষ হয়নি ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা হাসপাতালের নির্মাণ কাজ

ঝিনাইদহ জেলা সদরে ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের নির্মাণ কাজ ৩ বছরেও শেষ হয়নি। অথচ নির্মাণ কাজটি ১৮ মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য চুক্তি করেছিল টিই এন্ড ইউসিসি জেবি নামের ঢাকার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।
এদিকে যথাসময়ে আট তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় পুরানো ভবনের মেঝে ও বরান্দায় রোগীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা চরম ভাবে ব্যহত হচ্ছে।
তবে ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানিয়েছেন, ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগে ঘন ঘন নির্বাহী প্রকৌশলী বদলী হওয়ার কারণে তারা ঠিকমতো সহায়তা পাননি। তারপরও ছিল ফান্ড সল্পতা। আগামী এক মাসের মধ্যেই ভবনটি হস্তান্তর করা হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ গতকাল শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জানান, ২০১৬ সালের ১৯ জুন এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৩৭ কোটি সাড়ে ২৩ লাখ টাকা। ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভবন হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩ বছরেও ভবন হস্তান্তর করতে পারেনি।
তিনি জানান, সর্বশেষ বৈদ্যুতিক সংযোগ, পাম্প ও লিফটের কাজ শেষ হওয়ার পথে। আগামী ১৭ এপ্রিল শিশু দিবস উপলক্ষ্যে হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাঃ হারুন জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি রোগী বর্হিবিভাগে দেখা হয়। গতকাল শনিবার পর্যন্ত একশ বেডের বিপরীতে ২৭৬ জন রোগী ভর্তি ছিল। ভবন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রশাসনিক অনুমোদন, জনবল নিয়োগ, ২৫০ বেডের খাবার সুবিধা ও ঔষধের বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বলেন ইতোমধ্যে হাসপাতালের ৯ তলা ভবনে করোনা ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। বরাদ্দ পাওয়া গেছে বলে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগ তাকে জানিয়েছে।
এদিকে হাসপাতালের নির্মাণ কাজের মন্থর গতি নিয়ে বিল প্রদানে ঠিকাদার ও তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাঈখের মধ্যে বিরোধের কারণ ছিল অন্যতম। নির্মাণ কাজের টেণ্ডার এমাউন্ট ছিল ৩৭

কোটি ২৩ লাখ টাকা। কিন্তু নকশা ও ডিজাইন মোতাবেক কাজ করতে গিয়ে ভেরিয়েশন, রিভাইসড এবং ওপি সমন্বয়সহ মোট নির্মাণ মূল্য দাড়ায় ৪২ কোটি ৫৬ লাখ টাকায়। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অনুমোদন দেয় ৪০ কোটি। ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, তিনি ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা পেয়েছেন। এখনো অনুমোদিত বিলের ৩৩ লাখ টাকা পাবেন। প্রকল্পের অতিরিক্ত ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা তিনি খরচ করলেও এখনো ডিপার্টমেন্ট তা অনুমোদন করাতে পারেনি। অতিরিক্ত বিলের প্রায় আড়াই কোটি টাকা না পেলেও নিজ জেলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি নতুন ভবন হস্তান্তর করে দিবেন বলে ঠিকাদার গণমাধ্যম কর্মীদের জানান।
ঠিকাদারের ভাষ্যমতে এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর বদলী হয়। নুতন নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী এসে কাজ বুঝে নিতে নিতেই বদলী হয়ে যান। এতে কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করে।
ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল মোত্তালেব জানান, পাম্পের কাজ শেষ হলেও আমরা ঠিকাদারের কাছ থেকে ভবন বুঝে নেব। সেটা বড়জোর এক মাস সময় লাগতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় পারিবারিক কোলাহলের কারণে বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। মৃত নারী বেতবাড়িয়া গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২)।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২) এর সাথে পারিবারিক গোলোযোগে সৃষ্টি হয়।
এরই সূত্র ধরে ফরিদা খাতুন স্বামীর উপর অভিমান করে বাবার বাড়ি জেহালার গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসে।
গত ১৬ ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২ টার দিকে ফরিদার বাবা আকবার আলির বাড়িতে থাকা ঘাষ মারা বিষ পান করে। পরিবারের লোকজন বিষয়টা জানতে পেরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

গত ৫ দিন চিকিৎসা শেষে বাড়িতে অবস্থান করে। চিকিৎসার উন্নতি না হওয়ায় বিষক্রিয়া হয়ে গতকাল শনিবার ফরিদা মারা যায়।
এ ঘটনায় ফরিদার স্বামী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ঢুকলো ঘরে, আহত-২

ভাঙা রাস্তার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের ঘরে ঢুকলো যাত্রী বাস। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কুমারি গ্রামের ফারাজি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসে থাকা ২ জন যাত্রী আহত হয়েছে বলে জানা যায়।
সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে যাত্রী নিয়ে লোকাল বাস আসছিলো।
এ রাস্তাটি গুরুত্বর হলেও রাস্তার বেহাল দশা হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেক ছোট বড় গাড়ি।
গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমারি ইউনিয়নের ফারাজি পাড়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের টিনের ঘরে ঢুকে যায়।
এ সময় হানিফ ও মিন্টু নামের দুই বাস যাত্রী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে

আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

আলজাজিরা টেলিভিশনে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সশাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে সদর উপজেলার পূর্বাঞ্চল আওয়ামী লীগের আয়োজনে হাটগোপালপুর বাজারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গনি লিটু’র পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার। এছাড়াও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিছুর রহমান খোকা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসাইন, জজ কোর্টের জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম সরোয়ার খান সউদ, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, ফুরসন্ধি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুল মালেক মিনা, নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন, দোগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইছাহাক আলী জোয়ার্দ্দার, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, হরিশংকরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় প্রধান অতিথি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও বক্তারা আলজাজিরাকে জঙ্গিবাদি টেলিভিশন উল্লেখ করে বাংলাদেশে সম্প্রচার বন্ধের দাবি জানান।

আলী মুনছুর বাবুর খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ইসমাইল হোসেন (এনডিসি)’র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। গতকাল শনিবার বেলা ৩ টার দিকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কালে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু দামুড়হুদা উপজেলাকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

হরিজন শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করলো নারী বাতায়ন

সুবিধাবঞ্চিত হরিজন শিশু। পড়ালেখার সুযোগ হয় না তাদের। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠে ওরা। দলিত এই জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ের পাশে ‘মঙ্গলালোকে’ নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজের অবহেলা আর বৈষম্যের শিকার এ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতেই স্কুলটি গড়ে তুলেছেন মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন নামের এক সংগঠন।
খোলা আকাশের নিচে চট বিছিয়ে বসে পড়ালেখা করবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
গতকাল শনিবার বিকেলে সেখানকার অর্ধশতাধীক শিশুদের মাঝে খাতা, কলম, রং পেন্সিল, স্কেল, শিক্ষা উপকরণ, স্কুল ব্যাগ, খেলাধুলার জন্য ফুটবল ও লুডু বিতরণ করা হয়।
এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে নারী বাতায়নের এ্যাডমিন মোস্তাফা স্বপ্নীল, নারী

বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি, মৌবনের এক্সিকিউফ অফিসার মীর তনিমা, অনিক মাহমুদ, শিক্ষক শিলা আক্তার, জাতীয় শিশু সংগঠন (এনসিটিএফ) কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক লামিয়া সুলতানা পাবনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে এখানে একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো শিশুরা।
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর স্লোগনকে সামনে রেখে ‘মঙ্গলালোকে’ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং সুন্দর হাতের লেখা ও ছবি অঙ্গন শিখবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
লেখাপড়া করে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সিবা বাঁসফোর, অনিল বাঁসফোরসহ আরও অনেকে।
বাসিন্দা অভিভাবক বেগম বাঁসফোর বলেন, হরিজন সম্প্রদায়ের পড়াশোনা-বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা এ স্কুলটিতে এখন পড়তে পারবে। এ যেন আমাদের খুশীর সংবাদ। আগে এ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে ছিল কিন্তু মৌবনের উদ্যোগে নারী বাতায়ন এখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করায় তাদের ধন্যবাদ।
নারী বাতায়নের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আন্জুম জনী বলেন, এ সম্প্রদায়ের শিশুরা অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের পড়ালেখায় পারদর্শী করে তুলতে পারলেই তারা মানুষের মতো মানুষ হবে। তিনি আরও বলেন, হরিজন আমাদের দেশে একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব সুবিধা হতে তারা বঞ্চিত। হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। এটি সকলকে ভেবে দেখতে হবে।’ আমরা আমাদের সাধ্যমতো হরিজন সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সব ধরনের সহযোগিতা চেষ্টা করবো বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি বলেন, হরিজন শিশুদের বর্ণমালা শেখার আগ্রহ আছে। কিন্তু বয়স্কদের মধ্যে অধিকাংশেরই শিক্ষা না থাকায় শিশুদের পড়াশোনা করানোর বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ কম। এই নারী বাতায়নের মাধ্যমে তারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটা সম্পন্ন করতে পারবে।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক চালককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় পূর্ব বিরোধের জেরে সাচ্চু রহমান (৪০) নামে এক ট্রাক চালককে গুলি করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছয় রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন।
গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে
আহত ট্রাক চালক সাচ্চু রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের মাঝের পাড়ার মৃত আরিফিন শেখের ছেলে।
গুলিবিদ্ধ ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
স্থানীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন থেকে নুরনগর কলোনীপাড়ার মৃত সুসাহেবের দুই ছেলে শাকের (৩৫) ও বাকেরের (২৮) সঙ্গে টাকা লেনদেনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানের বিরোধ চলে আসছিলো। বিকালে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনালে ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো চালক সাচ্চু রহমান। এ সময় দুই ব্যক্তি এসে তাকে সটগান দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর জখম হন সাচ্চু। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়।
সদর হাসপাতালের চিকিৎসক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন জানান, সাচ্চু রহমানের তল পেটের বাম দিকে একটি গুলিবিদ্ধ রয়েছে।
তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান জানান, ঘটনার পর নুরনগর এলাকার একটি ভুট্টা ক্ষেতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয় ছয় রাউন্ড গুলিসহ একটি ম্যাগজিন। শাকের অস্ত্রসহ এখনও পলাতক রয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলা জানান, মূলত পূর্ব বিরোধের জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর বাকেরকে আটক করা হয়েছে। পলাতক শাকেরকে ধরতে কাজ করছে জেলা পুলিশের একাধিক দল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজিবি মোতায়েন

রাত পোহালেই কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন। কালীগঞ্জ পৌরবাসী পেয়ে যাবেন আগামী ৫ বছরের জন্য নগরপিতা। এবারই প্রথম এ পৌরসভায় ইভিএম মেশিনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ, স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন মনোনীত হাত পাখা প্রতীকের নুরুল ইসলাম।
৫ম ধাপে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছিয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ২টা থেকে উপজেলা রিটানিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ইভিএম মেশিন, ট্যাব সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে ।
জেলা রিটানিং কর্মকর্তা রোকুনুজ্জামান জানান, ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কালীগঞ্জে প্রথম ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী, ৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৪৭ জন পুরুষ কাউন্সিলর ও ৩টি সংরক্ষিত আসনে ৯ জন মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। কালীগঞ্জ পৌর এলাকায় ৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে ।
কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট ভোটার ৪০ হাজার ৫৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২০ হাজার ১৫৬ জন এবং মহিলা ২০ হাজার ৪২১ জন।

দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে জাসদের মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাসদের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে বিকার ৫ টার দিকে বাংলাদেশ জাসদের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি উপজেলা জাসদ নেতা আতিয়ার রহমান তেলার সভাপতিত্বে পালন করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচি প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জাসদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলমসহ উজ্জ্বল, রোকন, আশরাফুল আলম, তারিকুল রহমান প্রমুখ। মানববন্ধন কর্মসূচির বক্তব্যে আনিয়ারুল ইসলাম বাবু ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীর জোর দাবী জানন।
এ সময় তিনি কৃষক ভাইদের লক্ষ্যে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামানের উদ্দেশ্য করে বলেন কৃষকরা যাতে করে তাদের উৎপাদনকৃত মূল্যবান ফসল ন্যায্যমূলে বিক্রয় করতে পারেন সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। ধানের সীজনে সরকারের নির্ধারিত মূল্যে ধান বিক্রয়ের স্লিপ যাতে প্রকৃতি কৃষক ভায়েরা পেয়ে উপকৃত হতে পারেন তার সুব্যবস্থা করার দাবী জানান।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের

কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।